তারিখ 12 JAN 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

দৈনিক বাংলা

20

গার্লস স্কুলে আজ ভর্তি পরীক্ষা : অভিভাবকরা টেনশনে

(স্টাফ রিপোর্টার)

রাজধানী ঢাকার সরকারী, বেসরকারী, মাধ্যমিক গার্লস স্কুলগুলিতে আজ (রোববার) ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। বয়েজ স্কুলগুলির ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার।

সরকারী ও বেসরকারী গার্লস স্কুলে একই দিন ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তবে বেশির ভাগ বেসরকারী গার্লস স্কুলেরই ভর্তি পরীক্ষা ইতোমধ্যে নেয়া হয়ে গেছে।

অন্যান্য বছরের মত এবারও রাজধানীর স্কুলগুলিতে সীটের

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

ভর্তি পরীক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

তুলনায় অনেক বেশি ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে। ভর্তির ব্যাপার নিয়ে অভিভাবকরা অনিশ্চয়তা এবং উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন।

বাংলাবাজার সরকারী গার্লস হাইস্কুলে চারটি শ্রেণীতে এবার ছাত্রী নেয়া হবে মোট ২৪০ জন। এর জন্যে ভর্তি পরীক্ষায় বসছে ৬৬৭ জন ছাত্রী। ভর্তি পরীক্ষা সকাল ১০টায় শুরু হবে, চলবে দুপুর ১টা পর্যন্ত।

টিকাটুলিতে অবস্থিত কামরুন্নেসা সরকারী গার্লস হাই স্কুলে তিনটি ক্লাসে সীট রয়েছে ১২৮টি। এই সীটের জন্যে ৪৫০ জন ছাত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

বেসরকারী স্কুলের মধ্যে ভালোগুলির অন্যতম অগ্রণী স্কুলে এবার কোন ভর্তি পরীক্ষা হচ্ছে না। গত ৩রা জানুয়ারী শুধু প্লে গ্রুপে ৬২ জন শিশু ভর্তি করা হয়েছে। এর জন্যে প্রার্থী ছিল ২৫০ জনেরও বেশি: অগ্রণী স্কুলে টিন শেডের ৬টি রুম ভেঙে সেখানে দোতলা ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। এ কারণে এবার অগ্রণী স্কুলে নতুন ছাত্রী নেয়া হচ্ছে না।

রাজধানী ঢাকায় সরকারী বালক বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে ২৬টি। আর বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা ১৭৫টি। এতগুলি স্কুল থাকা সত্ত্বেও ভালো ১০/১৫টি স্কুলে ভর্তির জন্যে প্রতি বছর বেশি মাত্রায় চাপ পড়ছে। দিন দিন ভর্তির সংকট বাড়ছে। জনসংখ্যার তুলনায় নতুন স্কুল গড়ে উঠছে না।

অভিভাবক ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অভিমত : নিম্নমানের স্কুলগুলির শিক্ষাদান, পরিবেশসহ সার্বিক মানোন্নয়ন এবং সবকটি স্কুলে অতিরিক্ত শিফট চালু করা যেতে পারে। এছাড়া সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর লোকেরাও নতুন নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে পারেন। তাহলে এই সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে। শুধু এককভাবে সরকারের পক্ষে এই বিশাল ও জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয় বলে তারা মন্তব্য করেন।